Kalparinoy with Pallibadhu (Short) 4-4-36

কালী ফিল্মসের

নবতম অবদান

"কাল পরিণয়"

কালী ফিল্ম্‌সের নবতম অবদান

বাণী চিত্রাকারে

বাল্য পরিণয়

— ও —

পল্লীবঁধু

পরিচালক ঃ—একজিবিটরস্‌ সিণ্ডিকেট্‌ লিমিটেড্‌

১৩৮-।২, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট,
ফোন—বি, বি, ২২০২

শুভ উদ্বোধন
৪ঠা এপ্রিল শনিবার,
১৯৩৬

চিত্র পরিবেশক—রীতেন এণ্ড কোং
৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বি, নান, (পাবলিসিটি এজেন্ট), ১৬।১ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা, কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

শ্রী ধ্রুব

(গীতি চিত্র)

রচয়িতা—শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

গায়ক—শ্রীঅনুপম ঘটক

শিল্পী—শ্রীমতী সাবিত্রী

আবহ-সঙ্গীত

বাঁশী—কুমার গোপেন্দ্র নারায়ণ

ম্যাণ্ডোলিন—আশু গাঙ্গুলী

তবলা—মৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়

গান

এই না গাঙের কিনারাতে
ভিণ্ দেশীদের নায়ের সাথে,
ডিঙ্গা বেয়ে কোন্ বিহানে
বিদায় নিয়ে গেল।
ঐ যে সুরয নামছে পাটে
কলসী কাঁখে আমি ঘাটে,
ঘোমটা খুলে চেয়ে থাকি
জল তুলি জল ফেলে॥
আজ মনে হয় শিশুকালে
ছিল না হয় জ্বালা।
রাখাল রাজা করে তোমায়
দিতেম গলে মালা॥
গোঠের ধেনু ফিরছে ঘরে
চাষারা যায় ফিরে।
বালু চরের হাঁস ফিরে যায়
আঁধার নামে তীরে॥
হাটের মানুষ ফিরে আসে
তুমি নাহি এলে॥

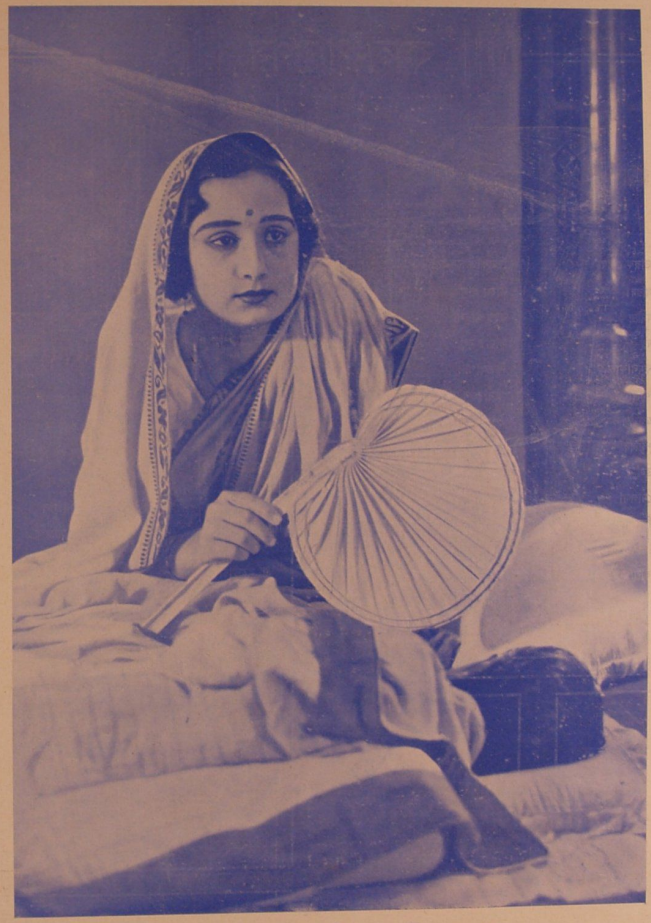

কিশোরীর ভূমিকায়—শ্রীমতী মায়া মুখার্জ্জি।

কাল-পরিণয়

শিল্পী পরিচয়

তারক ঘোষ	...	তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
সারদা	...	জীবন গাঙ্গুলী
মনীন্দ্র	...	জহর গাঙ্গুলী
মনু	...	মাষ্টার বুলু
কমলাকান্ত	...	শীতল পাল
অন্নদা	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
জগদীশ	...	শৈলেন চৌধুরী
শম্ভুচাঁদ	...	চানী দত্ত
ব্রজ	...	তারাকুমার ভট্টাচার্য্য
মোক্ষদা	...	রাণীবালা
কিশোরী	...	মায়া মুখার্জ্জী
পিসিমা	...	হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
কালী ঝি	...	ছনিয়াবালা
বাইজী	...	বীণা, প্রতিভা

সংগঠনকারী

কথা ও কাহিনী	...	৺রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রযোজক	...	প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী
সঙ্গীত রচনা	...	শৈলেন রায় ও বিজয়মাধব মণ্ডল
চিত্র-নাট্য	...	আশুতোষ সান্যাল
চিত্র-শিল্পী	...	ননীগোপাল সান্যাল
ঐ সহকারী	...	শ্যামদাস মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী
শব্দ-যন্ত্রী	...	মধু শীল এম্, এস্, সি
ঐ সহকারী	...	যতীন দত্ত ও বিমল চাকলাদার
শিল্প-নির্দ্দেশক	...	পরেশচন্দ্র বসু (পটল বাবু)
চিত্র-সম্পাদক	...	বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায়
ঐ সহকারী	...	সন্তোষ গাঙ্গুলী
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	...	কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়
ঐ সহকারী	...	শৈলেন ঘোষাল, গোপাল গাঙ্গুলী, ননী চাটার্জ্জী

গল্পাংশ

তারক ঘোষ ছিলেন বিশেষ বিত্তশালী।

তাঁহার দুই দৌহিত্র—মনীন্দ্র ও সারদা। উভয়কেই সুশিক্ষা দিয়া, শেষ জীবনে নিজের পরিত্যক্ত বিশাল সম্পত্তি ওয়ারীশ সূত্রে অর্পণ করিয়া, নিজের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবেন, অভিলাষ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার অন্যতম দৌহিত্র সারদা, মাতামহের সকল আশায় ছাই দিল। পরম উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপ ও চরিত্রহীন সারদা—সুশিক্ষার ধার দিয়াও গেল না।

মনীন্দ্রই এখন তার মাতামহের আশা পূরণের শেষ অবলম্বন।

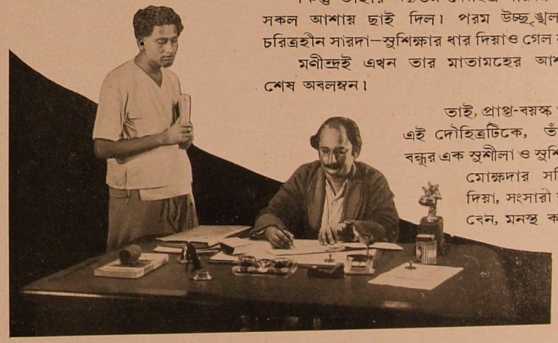

তাই, প্রাপ্ত-বয়স্ক ও চরিত্রবান এই দৌহিত্রটিকে, তাঁহার বাল্য-বন্ধুর এক সুশীলা ও সুশিক্ষিতা কন্যা মোক্ষদার সহিত বিবাহ দিয়া, সংসারী করিয়া যাই-বেন, মনস্থ করিলেন।

◈ ◈ ◈ ◈

কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল, ভগবান তাঁহার সে আশাতেও বাদ সাধিলেন। দাদামহাশয়ের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া, মণীন্দ্র তাঁহার অমতেই কিশোরী নায়ী আর একটী তরুণীর প্রেমে পড়িয়া, তাহাকেই জীবন-সঙ্গিনী করিল।

ফলে, মণীন্দ্র তাহার মাতামহের বিষয় হইতে বঞ্চিত হইল।

মণীন্দ্র কল্পনা করে নাই যে প্রেমকে বড় করিতে গিয়া, জীবনে দারিদ্র্যকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে। বেচারী শত চেষ্টাতেও স্বাবলম্বী হইতে পারিল না। বরং ধনী শ্বশুরের গৃহজামাতা রূপে তাহারই আশ্রয়ে, সর্ব্ববিষয়ে অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া

অবশিষ্ট জীবন কাটাইতে হইবে—এই চিন্তাটাই তাহার নিকট দুঃসহ হইয়া উঠিল।

মণীন্দ্রের আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিল।

নিজের সামান্য চেষ্টায়, পৃথক সংসার রচনা করিয়া স্বাধীনভাবে জীবন কাটাইবার আশায়, ধনীর একমাত্র কন্যাকে তাহার পিতার অমতে নিজের সামান্য কুটীরে টানিয়া আনিল।

★ ★ ★

দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া আজ যাহার সাংসারিক জীবন সুরু হইল—পরিণাম যে তাহার কত শোচনীয় হইতে পারে, বেচারী মণীন্দ্র তাহার কতটুকু চিন্তা করিয়াছে।

চারিদেকে অভাব। অন্ন সংস্থানের উপযোগী চাকুরী মিলিল না। ইহারই মধ্যে পত্নী তাহাকে একটি ফুলের মত সুন্দর শিশু উপহার দিল।

বন্ধুদের নিকট আর ঋণ চাহিয়াও পাওয়া যায় না। অবশেষে নিদারুণ অভাবের তাড়নায় মরিয়া হইয়া মণীন্দ্র আবার তাহার দাদামহাশয় তারক ঘোষের করুণা ভিক্ষা করিতে শ্যামপুকুর রওনা হইল।

কিন্তু দৌহিত্রের ব্যবহারে মর্ম্মাহত তারক ঘোষ, অপমান বোধে মণীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিলেন না। অসুখের অছিলায়

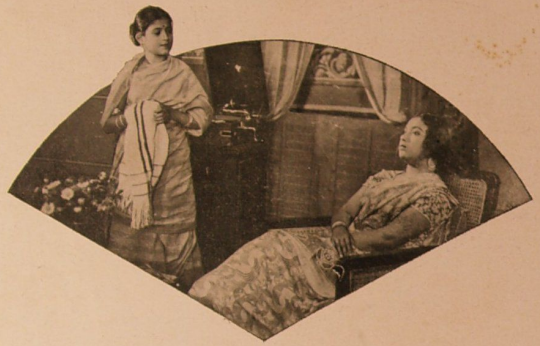

তাহার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিলেন না। এই সুযোগে, দুর্ব্বৃত্ত সারদা কার্য্য-সিদ্ধির আশায়, মণীন্দ্রের প্রতি মৌখিক সৌজন্য ও আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া, মোক্ষদার নিকট লইয়া গেল। বাল্যাবধি মোক্ষদার অন্তরে অন্তরে মণীন্দ্রের প্রতি অনুরাগ ছিল। মণীন্দ্রের বর্ত্তমান দুরবস্থা প্রমাণ হইয়া গেলে, হয়ত' মোক্ষদার অন্তরে তাহার প্রতি ঘৃণা জন্মাইতে পারে—এই উদ্দেশ্য ছিল তাহার।

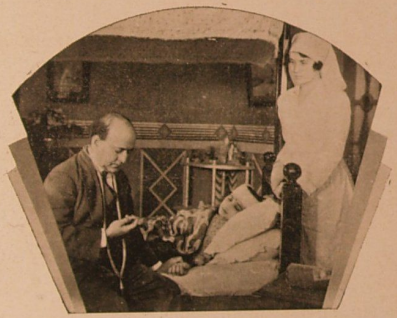

কিন্তু ফল হইল বিপরীত। মণীন্দ্রের দুরবস্থা দেখিয়া সমবেদনায় মোক্ষদার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। সে তাহাকে পরম আদরে গ্রহণ করিতে চাহিলেও, পরম অভিমানী মণীন্দ্র তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিল না।

★ ★ ★

তখনও দুঃখের শেষ নাই। নিজের গৃহে ফিরিয়া দেখিল ধনী শ্বশুর তাহার অনুপস্থিতির সুযোগে, কিশোরী ও তাহার শিশুটিকে লইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন।

দরিদ্রের শূন্য কুটীর যেন তাহাকে দেখিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

অবশেষে স্ত্রী পুত্রকে ফিরাইয়া আনিতে মণীন্দ্র আর একবার শেষ চেষ্টা করিল। কিন্তু এবার শ্বশুর গৃহে অপমান ও লাঞ্ছনার চরম হইল।

সংসার-চ্যুত হতভাগ্যের দুঃখময় জীবনের এই খানেই শেষ হয়। দুনিয়ার সকল অবলম্বন হইতে বঞ্চিত হইয়া মণীন্দ্র অবশেষে দেশত্যাগী হইল।

মোক্ষদার
ভূমিকায়
রাণীবালা

মোক্ষদা নিজের অনিচ্ছাতে, শেষ পর্য্যন্ত সারদাকেই বরণ করিয়াছিল। সারদা তাহার দেহটাকেই পাইল—কিন্তু প্রেম পাইল না।

অবশেষে সে প্রেমের আশা মিটাইতে এক বিধবা দাসীর উপর ভর করিল ও তাহার সর্ব্বনাশ করিল।

সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইবার পর তাহার দাদামাহাশয়ের আর অনুতাপের সীমা রহিল না। তিনি অবশেষে সারদার অজ্ঞাতে, কলিকাতা গিয়া তাহার পুরাতন উইল নষ্ট করিয়া,নূতন উইলে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ মণীন্দ্রের নামে ও বাকী অর্দ্ধাংশ মোক্ষদার নামে লিখিয়া, উহা যথারীতি রেজেষ্টারী করিয়া মোক্ষদার হেপাজতে রাখিয়া দিলেন।

ধূর্ত্ত সারদা সকল অবস্থা অবগত হইয়া মরিয়া হইয়া উঠিল। সে তাহার দাদা-মহাশয়কে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইলে মোক্ষদা কৌশলে তাহাকে একবার নিরস্ত করিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন তাহার দাদা-

মহাশয় রোগ যন্ত্রণায় কাতর, তখন তাহার রোগ উপশমের চরম ঔষধটি লুকাইয়া রাখিয়া তারক ঘোষের প্রাণান্ত ঘটাইল।

★ ★ ★

দেশে দেশে সর্ব্বহারার মত ঘুরিয়াও মণীন্দ্র প্রাণের জ্বালা মিটাইতে পারিল না। একবার কলিকাতায় আসিয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একদিন পার্কে পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হইল। মণীন্দ্র নিজ পুত্রকে চিনিতে পারিল কিন্তু হতভাগ্য পুত্র পিতৃ-পরিচয় জানিতে পারিল না।

বহুদিনের অদর্শনে পত্নী কিশোরীর ধারণা হইয়াছিল, মণীন্দ্র জীবিত নাই। কিন্তু কিশোরীর আত্মীয় ও মণীন্দ্রের বন্ধু জগদীশের চেষ্টায় কিশোরী শেষে জানিতে পারে, মণীন্দ্র দারুণ দুর্দ্দশায় পড়িলেও, প্রাণে বাঁচিয়া আছে।

তারক ঘোষের মৃত্যুর পর, মোক্ষদা একদিন কিশোরীদের বাড়ী গিয়া, আত্ম-পরিচয় দিয়া, উইলখানি কিশোরীকে দিয়া আসে। গৃহে প্রত্যাগমন কালে, অভাবিত-রূপে, মোক্ষদার সহিত পথে মণীন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু শত চেষ্টাতেও সে মণীন্দ্রকে সঙ্গে আনিতে পারিল না। সে যাত্রা মণীন্দ্র কেবল এই প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় লাভ করিল,—আর একদিন সে মোক্ষদার বাটী গিয়া তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিবে।

অবশেষে সত্যই সেদিন আসিল। মণীন্দ্র মোক্ষদার ভবনে আসিয়া মিলিত হইল।

এই নিভৃত আলাপের সংক্ষিপ্ত অবসরটুকু মোক্ষদা বৃথায় কাটিতে দিল না। বর্ষার জলধারার মত মোক্ষদার নারী-হৃদয়ের গোপন বেদনার অবরুদ্ধ উৎসটুকু, প্রাণের আবেগে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

কিন্তু তাহার পরিণাম হইল বড়ই শোচনীয়। মণীন্দ্র কি বুঝিল সেই জানে, কিন্তু আর একজন বড় ভুল বুঝিল।

মণীন্দ্র ও মোক্ষদার আলাপ-আলোচনার মাঝে হঠাৎ একটি পিস্তলের আওয়াজ। তাহার পরেই সব নিস্তব্ধ!

ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে সকলেই দেখিল মোক্ষদার প্রাণহীন দেহ, মণীন্দ্রের পদতলে ছিন্ন-মূল তরুর মত পড়িয়া আছে।

তাহার পর যাহা ঘটিল আপনি কল্পনা করিতে পারেন কী?

এ রহস্যের যবনিকা ভেদ করিতে হইলে আপনাকে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।

ছায়া-ছবির পর্দ্দায় মণীন্দ্র ও কিশোরীর জীবনের শেষ পরিণাম আপনার অন্তরে এক নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে একথা আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি।

সঙ্গীতাংশ

কাল-পরিণয়

কালীর গান ঃ— (১)

ওরে বন্ধুরে,
আমার রসের নদী কেঁদে মরে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে।
বন্ধু, উড়ালি সুখের ঘর,
দুঃখের বাতাসে।
তুই ওপারে বাজালি বাঁশী,
ভুলে গেলাম কুল,
আমি এপারে ছিঁড়িয়া মালা
স্রোতে ভাসাই ফুল;
আমি ভুলেছি কুলের কথা
বন্ধুর আসার আশে॥

—দুনিয়াবালা।

কাল-পরিণয়

(২)

আমার গানের কমল ফোটাই শুধু
আকুল চোখের জলে।
ওগো, একলা কাঁদি তারেই খুঁজে
গান গাবারই ছলে॥
সে থাকে মোর স্মরণ পারে,
আমার আকুল চোখের ধারে,
সে থাকে মোর ধ্যানের মাঝে
প্রেমের হোমানলে।
আমি পাইনে যারে তারি লাগি,
ব্যথা আমার জাগিয়ে রাখি,
তার বিরহে আমার প্রাণে,
দুঃখের শিখা জ্বলে॥

—রাণীবালা।

অভিমানী ঃ— (৩)

চাহিয়া ফিরে ফিরে চ'লে সে গেল ধীরে
কি জানি ব্যাথা ল'য়ে বুকের মাঝে।
আকুল অভিমানে সজল দু-নয়নে
বরষা মেঘ ছায়া তিমির মাঝে॥

—গোকুল মুখোঃ।

কালীর গান ঃ— (৪)

সখি, কত সাধে আমি কুসুম শয়ন
পাতিনু বঁধুর লাগি,
চাঁদ হয়ে বঁধু দিল না'ত ধরা,
(আমি) কুমুদি হইয়া জাগি।

—দুনিয়াবালা।

বাইজীর গান ঃ— (৫)

চপল ভ্রমর এসো গো
আজ ফুটেছে কমল।
মনেতে মনের মধু
করে টলমল্।
প্রাণ প্রাণ দিয়ে বঁধু
তোমারে পিয়াব শুধু।
পরাণ ভরিয়া দিব
প্রেম পরিমল।

(৬)

যখন বন্ধু জ্বলবে পরাণ
আমারি নাম লইও,
আমার দেওয়া মালার সনে
দুখের কথা কইও।
নয়ন-বারি মুইছা নিয়া
পাষাণে বান্ধিও হিয়া
বিচ্ছেদেরি ব্যাথা বন্ধু
আমার মত সইও।
বিধি মোদের হইল রে বাম
মিলন নাহি হইল,
কত অপযশের কথা
কত জনে কইল।
তুমি থাইকো আমার লাগি
আমি রইবো তোমার লাগি।
আর জনমের আশা লইয়া
এ জনমে রইও॥

—অনুপম ঘটক।

রচয়িতা—অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য।

Edited by—Sudhirendra Sanyal, Drawing & Lay out by—Suren De, Engraved by—N. De & Co. Printed by—G. B. Dey at the Oriental Printing Works, 18, Brindabun Bysack Street, Calcutta.

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

শ্রী ও উত্তরা

আবর্ত্তন—(পপুলার পিকচার্স)
পণ্ডিত মশাই—
(পপুলার পিকচার্স)
অহল্যা—(দেবদত্ত ফিল্ম্স্)
অন্নপূর্ণার মন্দির—
(কালী ফিল্ম্স্)
পরভৃত্তিকা—(কালী ফিল্ম্স্)
সরলা—(কালী ফিল্ম্স্)
রাজমোহনের স্ত্রী—
(কালী ফিল্ম্স্)

শ্রী

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম্ কোম্পানীর
নবতম বাণী-চিত্র—

পথের শেষে

সগৌরবে চলিতেছে।

মেগাফোনের নব-প্রকাশিত রেকর্ড

শ্রীমতী বীণাপাণি
J. N. G. 282 { কালো মেয়ে গান গেয়ে যায় (কাটিয়ালী)
নয়নানন্দ আমার নন্দপুর চন্দ্র (কীর্ত্তন)

শ্রীযুত সুশীলকৃষ্ণ দাস
J. N. G. 284 { জনমে জনমে পাই যেন
কথাটী কহেনা সে

শ্রীযুত জ্ঞান দত্ত
J. N. G. 286 { তোর মায়া কে বুঝতে পারে (রামপ্রসাদী)
আর তোমায় না ডাকবো (ঐ)

কুমারী ছবি ভৌমিক
J. N. G. 283 { কোন সে বিরহী কাঁদে
তোমার আমার মাঝ খানেতে

কুমারী সুষমা দে
J. N. G. 285 { লিখ্‌তে বসে বঁধুর চিঠি (মীরার ভজন)
মাথায় যাহার শিখীর চূড়া (ঐ)

ননী দাস গুপ্ত বি, এস, সি, ও সঞ্জীব চ্যাটার্জ্জী বি, এল (এমেচার)
J. N. G. 287 { কর্ণ ও কৃষ্ণ (১ম ভাগ)
কর্ণ ও কৃষ্ণ (২য় ভাগ)

স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ
(সভাপতি রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি)
J. N. G. 288 { শ্রীরামকৃষ্ণ শত-বার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড

অপরেশ চন্দ্রের
কর্ণার্জ্জুন
শুনিতে ভুলিবেন না।

শ্রী ও উত্তরায়

স্লাইড্, প্রোগ্রাম এবং যাবতীয় বিজ্ঞাপনের জন্য

শ্রী পাব্‌লিসিটিতে

অনুসন্ধান করুন

১৫৭বি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

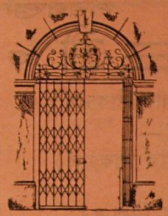

FOR
Collapsible Gate
Wrought Gate
and Grill
Ring up
B. B. 3234.

Manufacturers :—

PARIS COLLAPSIBLE GATE CO.
16-1-A, BEADON STREET,
CALCUTTA.

PHONE B. B. 2649

Banerman & Co.

SPECIALISTS
IN
SUITS
&
LADIES'
GARMENT.

TAILORS, OUTFITTERS
— AND —
CLOTH MERCHANTS.

80, CORNWALLIS STREET,
HATIBAGAN MARKET,
CALCUTTA.

নেপচুনের প্রথম মূল্য নির্ণয়

পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত বিবরণী হার মানিয়াছে

আমাদের সফলতার কারণ—

প্রথম মূল্য-নির্ণয়ে এত উচ্চ হারে বোনাস্ ঘোষণায় ভারতীয় বীমা কোম্পানীদের মধ্যে নেপচুন অগ্রণী

ভারতবর্ষে যে সকল বীমা কোম্পানী আছে তাহাদের মধ্যে একমাত্র নেপচুন পলিসি গ্রাহকগণের মধ্যে বিভাজ্য উদ্বৃত্তাংশ হইতে শতকরা ৯৯৲ টাকা বণ্টন করিয়াছে

সুদক্ষ এবং সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনা, সদ্ব্যবহার, শীঘ্র দাবী নিষ্পত্তি, পলিসির সহজ উদার নীতি, ঘড়ির সাহায্যে প্রিমিয়াম দেওয়ার অভিনব পরিকল্পনা, সুবিবেচিত অর্থ সংরক্ষণ এবং লগ্নি—

বোনাস—
আজীবন বীমায়
ত্রৈবার্ষিক হাজারকরা
৫৪৲ টাকা

বোনাস—
মেয়াদী বীমায়
ত্রৈবার্ষিক হাজারকরা
৪৫৲ টাকা

এই কারণেই "নেপচুন" ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত

মূল্য নির্ণয় বিবরণী এবং অন্যান্য খরচের জন্য—

দি নেপচুন এ্যাসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড্

এর নিকট পত্র লিখুন

হেড অফিস ঃ—
১০৯ পাশীবাজার ষ্ট্রীট্
ফোর্ট, বোম্বাই

কলিকাতা শাখা ঃ—
১২ ডালহাউসি স্কোয়ার
কলিকাতা

অন্যান্য শাখা ঃ—
করাচী, আমেদাবাদ, নাগপুর, লাহোর, পুণা।